দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... ২ [illegible] ২০০৫
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible]

শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ শুভঙ্করের ফাঁকি, প্রকল্পে চলে হরিলুট

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ প্রতিবছরই শিক্ষা খাতে টাকার অঙ্কে বাজেট বাড়ে। অবকাঠামো এবং অপচয় বাদ দিলে কোথাও বাড়তি বরাদ্দের ছাপ থাকে না। নব্বইপরবর্তী প্রায় সব বাজেটেই শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, টাকার অঙ্ক হিসাব করলে দেখা যায় আসলেই তা বেড়েছে। এই অঙ্ক কিভাবে বাড়ে এবং তা কোথায়, কতটুকু বরাদ্দ হয়, তা অনুসন্ধান করে পাওয়া গেছে শুভঙ্করের ফাঁকি। বাজেট উপস্থাপনের সময় গৎবাঁধা বুলি হিসেবে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে এটি 'নাম্বার গেম'। তাছাড়া শিক্ষার প্রকল্পগুলোতে একদিকে চলছে হরিলুট, অন্যদিকে কোন প্রকল্পই সময়মতো শেষ হচ্ছে না, পূরণ করতে পারছে না লক্ষ্যমাত্রা। চলতি বাজেটে শিক্ষার ৫১ প্রকল্পে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৩ হাজার ৭১ কোটি টাকা।

জুনে বাজেট পেশের প্রস্তুতি চলছে। একটি খবর শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এই সময়ে বেশ আলোচিত। তাহলো অতিরিক্ত দু'শ' কোটি টাকা শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হবে। এই অতিরিক্ত টাকা কোথায় যাবে, কি উদ্দেশ্যে বাড়ানো হয়েছে তা অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে বাজেটে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দের কলাকৌশল। বেসরকারী শিক্ষক এমপিওভুক্তির জন্য গত তিন মাসে প্রায় ২২ হাজার আবেদন পড়েছে। ঠিকমতো যাচাই-বাছাই হলে বাদ পড়বে অন্তত অর্ধেক। কিন্তু নির্বাচনকে সামনে রেখে অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারীকেই এমপিওভুক্তি করতে হবে, দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সাংসদ ও ক্ষমতাবানদের চাপ রয়েছে। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষক নতুন এমপিওভুক্ত হলে বছরে বেতন বাবদই প্রায়

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ

(প্রথম পাতার পর)

দু'শ' কোটি টাকা অতিরিক্ত লাগবে। তাই শিক্ষা বাজেটে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়লেও তা শিক্ষার উন্নয়নে কোন রকম ছাপ ফেলবে না। মোটা অঙ্কের এই টাকা কেবল কিছু যোগ্য এবং সিংহভাগ অযোগ্য নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতন বাবদই ব্যয় হবে।

এদিকে শিক্ষা বাজেটের একটি বড় অংশ চলে যাচ্ছে বেতনভাতা, অবকাঠামো এবং ক্যাডেট কলেজ খাতে। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, কেবল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ সরকারের ব্যয় ২ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। তাঁর প্রদত্ত হিসেবে, মোট বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ কেবল চলে যায় বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন খাতে। এর পর রয়েছে অবকাঠামো।

অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেন, শিক্ষা বাজেটকে শিক্ষা সংক্রান্ত নির্মাণ বাজেট বলাই শ্রেয়। কারণ এই বাজেট শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নয়।

শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দের ঢোল এত বেশি পেটানো হয় যে তা মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, শিক্ষায় বরাদ্দ সর্বোচ্চ হলেও অন্যান্য খাতের তুলনায় এই হার ক্রমাগত এবং অস্বাভাবিক কমছে। যে সময়ে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ, তখন অন্যান্য খাতের তুলনায় বরাদ্দের হার কমার ফলে শিক্ষা বাজেটে সৃষ্টি হচ্ছে টানাপোড়েন। তাছাড়া অপরিকল্পিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়াসহ প্রশাসনিক দুর্বলতা, দুর্নীতি এবং অবাস্তবসম্মত পরিকল্পনার কারণে শিক্ষায় টাকার অঙ্ক কিছুটা বাড়লেও তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে না।

দৃশ্যমান সর্বোচ্চ বরাদ্দের শিক্ষায় দুর্নীতির পরিমাণও সর্বাধিক। অব্যাহত দুর্নীতির দংশনে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এর পর আছে সন্ত্রাস ও সেশনজট নামে সিন্দবাদের সেই জগদ্দল বুড়ো দৈত্য। শিক্ষা খাতে মোট ও মাথাপিছু বরাদ্দের হার কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু যেটুকু আছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহারও হচ্ছে না। বিশেষ করে সরকারী অর্থের দেদার অপচয়, অপব্যবহারই হচ্ছে বেশি। গত ৩৪ বছরে শিক্ষায় বিনিয়োগ যতটা হয়েছে, প্রত্যাশিত অর্জন তার চেয়ে অনেক কম, একথা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের মন্তব্য হচ্ছে, আমাদের সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান অনেক। তাই শিক্ষায় চাহিদা যতই থাক পর্যাপ্ত বরাদ্দ পাওয়া কঠিন। তারপরও যতটুকু বরাদ্দ পাওয়া যায় তার সর্বোচ্চ ও সঠিক ব্যবহার করতে পারলেও সুফল মিলত।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ বলেন, শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ যা আছে বা যতটা বৃদ্ধি পায় সেটুকু শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়নে ব্যয় হয় না।

রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল ১৬ দশমিক ৪৪ ভাগ। পর্যায়ক্রমে তা ১৬, ১৫, ১৪ হয়ে ১৩ ভাগে নেমে এসেছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের শতকরা ১৫ দশমিক ৯৬ ভাগ বা ৬ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে এই বরাদ্দের হার সকল খাতের তুলনায় ১৩ দশমিক ৮৬, টাকার অঙ্কে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ৬ হাজার ৭৪০ কোটি। চলতি ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে মোট বাজেটের ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ বা ৭৬৮০ কোটি টাকা। গত তিনটি বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, টাকার অঙ্কে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়লেও অন্যান্য খাতের তুলনায় মোট বরাদ্দের শতকরা হার ক্রমান্বয়ে কমছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) পলিসি এজেন্ডায় শিক্ষা খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ ১৩ দশমিক ৪ থেকে ২৫ ভাগে উন্নীত (২০০৪-২০১০) করার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কমছে। এর কারণ শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল আসে ধীরে ধীরে। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের বেশিরভাগই তাৎক্ষণিক সুফলে বিশ্বাসী। এরই ফলশ্রুতিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চেয়ে অনুৎপাদন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে লাভজনক এবং নিরাপদ একটি রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস দেখান, প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োজিত সম্পদের রেট অব রিটার্ন শতকরা ৩৫ ভাগ, মাধ্যমিকে ২০ ভাগ এবং উচ্চশিক্ষায় ১১ ভাগ।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো এবং মার্শালের মতো অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, শিক্ষা এমন একটি খাত যার কাজ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে পুঁজির সঙ্কলন ঘটানো। শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে গবেষণা করে রবার্ট সলো, আর্থার লুইস নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত অর্জন করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ সবচেয়ে কম। পিআরএসপি পলিসি এজেন্ডায় শিক্ষায় জাতীয় আয়ের ৫ ভাগ বরাদ্দের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে শিক্ষায় জাতীয় আয়ের শতকরা আড়াই ভাগের মতো বরাদ্দ রয়েছে। আর ইউনেস্কোর প্রস্তাব হচ্ছে, শিক্ষায় জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ বরাদ্দ থাকা উচিত।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেন, একমাত্র ১৯৭২ সালে এদেশে রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা ২১ দশমিক ১৪ ভাগ বরাদ্দ ছিল শিক্ষা খাতে। গত কয়েক বছরে এটি ১৪ থেকে ১৫ ভাগের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় ১৯৭২ সালে ৯ দশমিক ৪৬ ভাগ থেকে উল্লম্ফন দিয়েছে আনুষ্ঠানিক হিসেবে দ্বিগুণ, আর তাঁর নিজস্ব হিসেবে কমপক্ষে তিনগুণ। তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়াও স্বাস্থ্য, খাদ্যসহ বিভিন্ন খাতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের ব্যয় বরাদ্দ।

অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেন, শিক্ষায় বরাদ্দ কতটা হচ্ছে, শিক্ষার হার কি পরিমাণ বেড়েছে তার চেয়ে এখন বড় কথা—এই খাতটি দুর্নীতি ও দলীয়করণ থেকে কতটা মুক্ত হতে পেরেছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষার গুণগতমানের অবস্থা কি? তিনি বলেন, গুণগত শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন হয়েছে বিশ্বে এমন কোন দেশ নেই। কোরিয়া যুদ্ধ চলাকালীন শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে বিশ্বের বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোতে চলে হরিলুট। হাতেনাতে পুকুরচুরি ধরা পড়ায় একজন প্রকল্প পরিচালকের কোমরে রশি দিয়ে থানায় নেবার দৃশ্য পত্রিকায় ছাপার ঘটনা এখনও দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। খোদ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কিছুদিন আগে শিক্ষা প্রকল্পগুলোর দুরবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রী-সচিবকে তলব করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শিক্ষামন্ত্রী ড. [redacted] সম্প্রতি শিক্ষা প্রকল্পের ধীরগতিতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ বলেন, শিক্ষা প্রকল্পগুলো ঘিরে সফলতার চেয়ে সমালোচনাই বেশি। কোন প্রকল্পই সময়মতো শেষ হয় না। এমনকি প্রকল্প বরাদ্দের বেশিরভাগই ফেরত যায় অথবা অপচয় হয়।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের নামে অর্থ এবং শ্রমশক্তির ব্যাপক অপচয় হচ্ছে। তিনি মন্ত্রণালয়ের ৫১ প্রকল্পের আশু মূল্যায়নের দাবি জানান।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, শিক্ষা প্রকল্পগুলোর বেশিরভাগই সফল হয় না। গত অর্থবছরে শিক্ষায় চারটি প্রকল্প অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের অদক্ষতা এবং বেপরোয়া দুর্নীতির কারণেই লক্ষ্য পূরণ না হওয়াটাই রেওয়াজ। একেকটি প্রকল্পে পরিচালক বা শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেতে তেলখড় পোড়াতে হয়। কত টাকার প্রকল্প তার ওপর নির্ভর করে নিয়োগ পেতে কি পরিমাণ ঘুষ দিতে হবে। সাম্প্রতিক প্রবণতা হচ্ছে, উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকল্প ও শিক্ষা প্রশাসনে নিয়ে আসা। ঠাণ্ডা মাথায় এদের কেউ কেউ প্রকল্প চুষে নিঃশেষ করে দেয়, এমন অভিযোগ শিক্ষা ক্যাডার নেতৃবৃন্দের। শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক দিলারা হাফিজ বলেন, অধিদফতরের আওতাধীন ১৫ প্রকল্প ঠিকমতো চলছে। প্রতিমাসে একবার প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সরকারী টাকায় (জিওবি) পরিচালিত প্রকল্পে বেপরোয়া দুর্নীতি তুলনামূলক কম। জবাবদিহিতা কিছুটা হলেও থাকে। কিন্তু দাতা সংস্থার ঋণ বা অনুদানে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর অবস্থা ভয়ঙ্কর। কারণ দাতারা বহুমুখী শর্ত জুড়ে দিয়ে হাত-পা বেঁধে দেয়, এরপর বলে সাঁতার কাটতে। তাদের পছন্দের লোক কনসালট্যান্ট হিসেবে নিতে হয়, মেনে চলতে হয় ছকবাঁধা দিকনির্দেশনা। দুর্নীতি, অদক্ষতা ছাড়াও দাতাদের শর্ত অনেক সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মুহম্মদ মতিউর রহমান গাজ্জালী বলেন, শিক্ষায় প্রকল্প নিয়ে বদনাম বহুদিনের। এসব প্রকল্প সত্যিকারভাবে সফল হলে শিক্ষার দৈন্যদশা এতটা প্রকট হতো না। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার আগে তড়িঘড়ি করে এবং কত দ্রুত টাকা খরচ করা যায় সেটি হয়ে ওঠে মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে শিক্ষার কল্যাণ বা উন্নয়ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পায় না।